যুগান্তর

তারিখ: 04 FEB 2014
পৃষ্ঠা: ... কলাম: ...

৪ সম্পাদকীয়

রাবিতে ছাত্রলীগের তাণ্ডব

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে রোববার সাধারণ শিক্ষার্থীদের ওপর ছাত্রলীগ ও পুলিশ যে তাণ্ডব চালিয়েছে তা শুধু নিন্দনীয় নয়, উদ্বেগজনকও। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে কর্তৃপক্ষ অনির্দিষ্টকালের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা করেছে। ফলে আবারও অনিশ্চিত হয়ে পড়ল এ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ। গত কয়েক মাসে দেশে রাজনৈতিক অস্থিরতা, হরতাল-অবরোধ ও সহিংসতার কারণে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোয় একরকম অচলাবস্থা বিরাজ করেছে। এ সময় মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত হয়েছে শিক্ষা কার্যক্রম। বর্তমানে সে পরিস্থিতি কাটিয়ে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোয় যখন স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসছিল, তখনই ঘটল এ ন্যক্কারজনক ঘটনা। ছাত্রলীগ ও পুলিশের হামলা থেকে রেহাই পাননি এমনকি ছাত্রীরাও। শিক্ষার্থীরা আন্দোলন করছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্ধিত ফি ও সান্ধ্যকোর্স বাতিলের দাবিতে। অর্থাৎ এটি কোনো রাজনৈতিক দাবি-দাওয়া সংবলিত আন্দোলন ছিল না। অবশ্য ছাত্রলীগের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে, আন্দোলনে ছাত্রশিবির ও বহিরাগতদের ইন্ধন ছিল। তবে এটি নিতান্তই খোঁড়া যুক্তি। সাধারণ শিক্ষার্থীদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট আন্দোলনে যদি কারও সমর্থন থাকেও তবুও শিক্ষার্থীদের ওপর হামলা গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। বরং যারা হামলা চালিয়েছে, তাদের অস্ত্র উঁচিয়ে ধরা ছবি সংবলিত প্রতিবেদন সোমবার প্রায় সব জাতীয় দৈনিকেই প্রকাশিত হয়েছে। এ দৃশ্য আমাদের বহুল আলোচিত বিশ্বজিৎ হত্যাকাণ্ডের কথাই মনে করিয়ে দেয়। দেখা যাচ্ছে, পাঁচ বছরে ছাত্রলীগের চরিত্রে কোনো পরিবর্তন আসেনি।

> যে কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষা ও শিক্ষার্থীদের স্বার্থকেই সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেয়া প্রয়োজন।

বিগত মহাজোট সরকারের আমলে বিভিন্ন সময়ে সহিংস আচরণ, দখলবাজি, টেন্ডারবাজি, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা ইত্যাদি কারণে ছাত্রলীগ বারবার সংবাদপত্রের শিরোনাম হয়েছে। তাদের আচরণে একপর্যায়ে খোদ প্রধানমন্ত্রী অসন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন। তিনি ছাত্রলীগের নেতাকর্মীদের বেআইনি কর্মকাণ্ড ত্যাগ করে পড়াশোনায় মনোযোগ দেয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন। তাদের সতর্ক করেও দিয়েছিলেন বারবার। এমনকি একপর্যায়ে ছাত্রলীগের সাংগঠনিক প্রধানের দায়িত্ব থেকে সরে দাঁড়ানোরও ঘোষণা দিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু এরপরও ছাত্রলীগের তাণ্ডব বন্ধ হয়নি। সামান্য পরিবর্তনও আসেনি তাদের আচরণে। তাই বিভিন্ন মহল থেকে প্রশ্ন উঠেছে— আওয়ামী লীগ কি তাদের নিজ সমর্থিত ছাত্র সংগঠনকে নিয়ন্ত্রণে অক্ষম? দলের নেতারা প্রায় বলে থাকেন, ছাত্রলীগের ভেতরে বহিরাগতরা ঢুকে এসব অপকর্মও চালাচ্ছে। বস্তুত কে বা কারা ছাত্রলীগে ঢুকেছে তা বড় বিষয় নয়, ছাত্রলীগ নামধারী কেউ কোনো অপকর্ম ঘটালে তার দায় সরকারের ওপরই বর্তায়। জনগণও বিষয়টিকে সেভাবেই দেখে। সরকারকে বুঝতে হবে, ছাত্রলীগের যে কোনো সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড শক্ত হাতে দমন করা না হলে এ প্রবণতা বন্ধ হবে না। বরং দিন দিন তারা দানবে পরিণত হবে। এর মারাত্মক প্রভাব পড়বে দেশের উচ্চশিক্ষা কার্যক্রমে।

শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের মুখে শনিবারই বর্ধিত ফি বাস্তবায়ন স্থগিত করেছে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। তবে সান্ধ্যকোর্স বন্ধসহ অন্যান্য দাবি পুরোপুরি মেনে না নেয়ায় কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত প্রত্যাখ্যান করে আন্দোলন অব্যাহত রেখেছিল শিক্ষার্থীরা। এটি ঠিক, ফি না বাড়িয়ে কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানই দীর্ঘদিন চলতে পারে না। তবে ফির অর্থ একসঙ্গে বেশি বাড়ানো সমীচীন নয়। এতে বিশেষ করে দরিদ্র শিক্ষার্থীদের অভিভাবকদের ওপর বাড়তি চাপ সৃষ্টি হতে পারে। প্রতি বছর অল্প অল্প করে বাড়ালে তা অভিভাবকদের জন্য সহনীয় হতে পারে। অন্যদিকে সান্ধ্যকোর্স চালু করার পেছনে নিহিত রয়েছে শিক্ষকদের অর্থ সংক্রান্ত স্বার্থ। শিক্ষকদের বেতন-ভাতা সম্মানজনক হওয়া উচিত অবশ্যই। সে উদ্যোগ সরকারকেই নিতে হবে। সান্ধ্যকোর্সের কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হওয়ার আশংকা রয়েছে। সাধারণ শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের মূল কারণ সম্ভবত এটাই। যে কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষা ও শিক্ষার্থীদের স্বার্থকেই সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেয়া প্রয়োজন। সেটা খর্ব হলে শিক্ষার্থীদের মনে ক্ষোভের সঞ্চার হওয়া স্বাভাবিক। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে সংঘটিত ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্ত করে শিক্ষার্থীদের ওপর হামলাকারীদের বিরুদ্ধে অবিলম্বে ব্যবস্থা নিতে হবে। এ ক্ষেত্রে প্রচলিত আইনের প্রয়োগ ছাড়াও মূল সংগঠন ও সংশ্লিষ্ট শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকেও ব্যবস্থা নেয়া দরকার। এরই সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয় যত দ্রুত সম্ভব খুলে দেয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।